|  |
| --- |
| **কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভাগের গুরুত্ব:** নিরবচ্ছিন্ন,টেকসই ও দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এমন একটা পর্যায়ে রয়েছে যেখানে শ্রমিকের দক্ষতা সৃষ্টি ছাড়া বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যেমন কঠিন, তেমনি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগামিতা ধরে রাখাও প্রায় অসম্ভব। কাংক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা অপরিহার্য।বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের শিল্প-কলকারখানায় শ্রমশক্তির মধ্যে নিম্ন দক্ষতার অস্তিত্ব ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান যা এদেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এক মৌলিক সীমাবদ্ধতা। প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে দক্ষ জনবলের চাহিদা ক্রমে বাড়ছে যা উত্তম রেমিট্যান্স আয়েরও পথ তৈরি করছে। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রবাস আয় গ্রহীতা। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিতে একটি বিশিষ্ট উপাদান যা থেকে বার্ষিক ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হচ্ছে। অথচ এখনো বিদেশে চাকুরির বাজারে প্রয়োজনীয় শ্রম দক্ষতা এবং বিদ্যামান দক্ষতা মানের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়ে গেছে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে প্রবাস আয়ের এ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা বিবেচনায় রেখে দক্ষ কর্মী সৃষ্টিতে সরকার গুরুত্ব প্রদান করছে এবং নানামুখী কার্যক্রম গ্রহন করছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অপর অংশ মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মাদ্রাসা শিক্ষা খাতের মান বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে ইবতেদায়ি, দাখিল এবং আলিম পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও সংশোধনসহ পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের বিষয়ও সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষকদের আইসিটি ও কম্পিউটারের সাহায্যে শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা হবে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির আওতায় জাতীয় কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক যোগ্যতার কাঠামো (National Technical and Vocational Qualifiaction Framwork (NTVQF)-এ গুণমানগতভাবে এবং জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কর্মসূচির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন দ্বারা দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকার নানা প্রকল্প গ্রহন করছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে সুদক্ষ জনবল সৃষ্টিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ অন্যতম মুখ্য ভুমিকা পালন করে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর হতে এ বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি পৃথক বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় বরাদ্দকৃত সম্পদের আলোকে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে তার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশে সৃজনশীল, বিজ্ঞানধর্মী, কর্মমূখী, দক্ষ ও উৎপাদন সহায়ক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে।

**১.২ বিভাগের কার্যক্রমে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা:**  গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে শিক্ষা সেবা প্রদানে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার প্রতিপালনে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা নীতি-২০১১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে Technical and Vocational Education Training (TVET) পদ্ধতি উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য।

**1.3 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভাগের ম্যান্ডেট:**

* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়ন এবং সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
* বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ; এবং
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া, বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তবপ্রয়োগসহ শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

**২.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

* কারিগরি শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি, নারী পুরুষের মধ্যে শিক্ষার হার ও সুযোগের বৈষম্য দুরকরা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসরণ করা;
* নারীর নিরক্ষরতা দূর করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, বিশেষত- কন্যা শিশু ও নারী সমাজকে কারিগরী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা;
* কন্যা শিশুদের কারিগরি শিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রদান অব্যাহত রাখা; এবং
* মেয়েদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

**২.২ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

* জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য দেশীয়, বিশ্ববাজার এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দক্ষতার প্রতি লক্ষ্য রেখে চাহিদা ভিত্তিক দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার সকল স্তরে আইসিটি কারিকুলাম নিয়মিত হালনাগাদকরণ;
* কারিগরি শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক বিভাগে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আইসিটির সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং বিকাশমান প্রযুক্তির ওপর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় অনুরূপ একটি সেন্টার উন্নয়নে বিশেষ সহায়তা প্রদান;
* প্রতিবছর জাতিয় পর্যায়ে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সামাজিক/রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানে উদ্ভাবন প্রতিযোগিতা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
* নারী শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ক সম্যক ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে সকল স্তরের সকল ধারার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান;

**২.৩ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

* কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাসহ প্রতিটি জেলা পর্যায়ে সরকারি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনে গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষায় লৈঙ্গিক ব্যবধান অবসানের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
* বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অধিক সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। এছাড়াও সকল ধরনের শিক্ষায় লৈঙ্গিক-ব্যবধান নির্মূল করা ছাড়াও ভোকেশনাল শিক্ষা ও দক্ষতা-ভিত্তিক প্রশিক্ষণে লৈঙ্গিক-ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং তা পুরোপুরি নির্মুল করা;
* জনমিতিক সম্ভাবনাকে যথার্থ লভ্যাংশে রূপান্তর করার জন্য দুটি কর্ম ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি, তা হচ্ছে, মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে দ্রুত বিস্তার এবং কর্মশক্তি, বিশেষ করে নারী কর্মশক্তির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;
* যে সকল শিক্ষার্থী বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির মানদন্ড পুরণসহ প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে তাদের জন্য চাহিদা-ভিত্তিক সরকারি বৃত্তি কর্মসূচির ব্যবস্থা করা এবং
* বারো বছরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করা ছাড়াও জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল পুরোপুরিভাবে আহরণের জন্য নারী কর্মশক্তির দক্ষতা বৈশিষ্ট উন্নয়নের জন্য জোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।

**২.৪ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জুলাই ২০২০- জুন ২০২৫ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:**

* নারীদের জন্য সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, উদার শিক্ষাবৃত্তি ও অন্যান্য অর্থায়ন প্যাকেজের প্রচলন ও দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে; এবং
* দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কলেজগুলোয় বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা-অর্জনের জন্য কোর্স সূচনা করা। এই কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্যই নারী শিক্ষার্থীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।
* প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও তৃতীয় পর্যায়/উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা অর্জিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:৩। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করেছে। তবে নারীবিরোধী সমাজিক পক্ষপাত এই নীতি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধক। নারী কর্মশক্তি অংশগ্রহণের হার ৩৬%;

৩.০ **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ**

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি, সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষার সমতা বৃদ্ধি, সম্মিলিত দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের মাধ্যমে শ্রম, শক্তি, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার উন্নতি বিধান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায় নারী উন্নয়নের জন্য এ বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। সে লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি যুগোপযোগী "জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০" এবং “জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১” প্রণয়ন করেছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে টিভেট পদ্ধতির উন্নতি বিধানে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে।

**3.১ শিক্ষানীতি, ২০১০ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা বাস্তবায়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তাঁর অধিনস্ত দপ্তরসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে:**

* কারিগরি শিক্ষায় নারীর মধ্যে সচেতনতা ও আস্থা সৃষ্টি করা এবং নারীকে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সচেতন করা;
* সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
* নারীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান ও বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্তকরণ;
* যৌতুক প্রথা সমূলে উৎপাটন, নারী নির্যাতন বন্ধ ও সমঅধিকার নিশ্চিতকরণে নারীর মধ্যে আস্থা সৃষ্টিকরণ;
* কারিগরি প্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষকদের চাকরিতে নিয়োগসহ কোন ক্ষেত্রেই বৈষম্য না রাখা; এবং
* সম-যোগ্যতাসম্পন্ন মহিলাদের বিশেষ করে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া।

**3.২ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত যে সকল নির্দেশনা রয়েছে তা বাস্তবায়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তার অধিনস্ত দপ্তরসমূহকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে:**

* নারীদের কাজ পাওয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আরো ব্যপকভাবে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত দক্ষতা কর্মসূচি চালু করা;
* ছাত্রীদের জন্য লিঙ্গ বান্ধব পরিবেশের ব্যবস্থা করা;
* সকল প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপকরা যাতে লিঙ্গ সচেতনতা, কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ এবং সমান কর্মসংস্থান সুযোগের ওপর প্রশিক্ষণ পান তা নিশ্চিত করা;
* সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী প্রশিক্ষক নিয়োগ করা;
* দক্ষতা উন্নয়নের সুফল সম্পর্কে নারীদের জন্য সামাজিক বিপণন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা;
* সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কর্মস্থলে হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা বাস্তবায়ন;
* ছাত্রীদের জন্য পৃথক টয়লেট বা প্রসাধন কক্ষের ব্যবস্থা করা;
* সকল ছাত্র-ছাত্রীর পরামর্শ পাওয়ার সুযোগ তৈরির জন্য একটি ব্যবস্থা চালু করা; এবং
* জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০১১) এর আলোকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীর সার্বিকায়ন নিশ্চিত করে শ্রম বাজারের চাহিদা উপযোগী টিভিইটি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ। সে অনুযায়ী ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এনএসডিপি-২০১১ এ সন্নিবেশিত সামগ্রিক দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া।

**৪.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের নারী উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমসমূহ**

* মানসম্পন্ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ অর্জনের লক্ষ্য এ বিভাগ জানুয়ারি মাসের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর নিকট পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, পাঠ্যপুস্তক যুগোপযোগী করে ইমার্জিং ট্রেড ও টেকনোলজি চালু করা, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবণ নির্মান, সম্প্রসারণ ও আসবাব পত্র সরবরাহ, যথাসময় পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ এবং প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রনয়ণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহন করে।
* প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা, সভা-কর্মশালা আয়োজন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষক/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, আইসিটির বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে মুক্ত পেশাজীবী ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেড পর্যন্ত কর্মচারীদের আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি, অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কম্পিউটার ল্যাব আধুনিকায়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লার্নিং সেশন আয়োজন এর কার্যক্রম গ্রহণ করেন।
* শিক্ষাক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সমতা (equity & equality) নিশ্চিতকরণের জন্য এসএসসি (ভোক), এইচএসসি (ভোক), ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি স্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ অনুদান প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রী/মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য টয়লেট, নামাজঘর, কমনরুম ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য র‍্যাম, হুইলচেয়ার, ব্রেইল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, মাদ্রাসার বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

**৫.০ বিভাগের অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

* **কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে বিভিন্ন স্টাডি পরিচালনা, বেইজলাইন সার্ভে, কারিক্যুলাম ডেভেলপমেন্ট, শিক্ষক ও এসএমসিদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীকরণ কার্যক্রমসমূহের মাধ্যমে দেশে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সুযোগ সম্প্রসারণের ফলে উচ্চ শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে শ্রম বাজারে নারীর প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।**
* **বিদ্যমান কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন এবং নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন: দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীল মানবসম্পদে পরিণত করে বেকার সমস্যা দূর করা গুরুত্বপূর্ণ। কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চ ও পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে নারীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে ও সামাজিক মর্যাদা বাড়বে।**
* **চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেড ও টেকনোলজি চালু ও প্রশিক্ষণ: দেশের ও বিদেশের চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল তৈরির জন্য প্রচলিত কারিকুলাম যুগোপযোগী করে ইমার্জিং ট্রেড-টেকনোলজি চালু করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আরও নতুন নতুন ট্রেড টেকনোলজি চালু করা প্রয়োজন।**
* **সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত সুবিধার উন্নয়ন: বিভিন্ন পর্যায়ে কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবন মেরামত ও সংস্কার, অনগ্রসর এলাকায় নতুন ভবন স্থাপন শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বিশেষ অবদান রাখবে**
* **এবতেদায়ি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান: ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাস করাসহ জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে । মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম পর্যায়ে এবং কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী বৃত্তি/উপবৃত্তি/আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার সুযোগ লাভ করে, যা পরবর্তীতে তাদেরকে কর্ম-বাজারে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সহায়তা করবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।**

**৬.০ বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

৬.১ বিভাগের/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ**:**

**সারণি-১ : বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থায় কর্মরত মহিলা ও পুরুষ পরিসংখ্যান**

|  প্রতিষ্ঠান | কর্মকর্তা (%) | কর্মচারি (%) |
| --- | --- | --- |
| ২০20-২০২1 | ২০২1-২০২2 | ২০20-২০২1 | ২০২1-২০২2 |
| পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা |
| প্রশাসন |  |  |  |  |  |  |  |  |
| সচিবালয় | ৮২.১৪ | ১৭.৮৬ |  |  |  | ৮২.৪৬ | ১৭.৫৪ |  |
| কারিগরি শিক্ষা |  |  |  |  |  |  |  |  |
| কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর | ৯৪.৪৪ | ৫.৫৬ |  |  |  | ৭৫.০০ | ২৫.০০ |  |
| বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৮৪.৭১ | ১৫.২৯ |  |  |  | ৮৮.৯০ | ১১.১০ |  |
| কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়  | ৫২.৩৮ | ৪৭.৬২ |  |  |  | ৯১.৫৩ | ৮.৪৭ |  |
| পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট | ৮৩.৯২ | ১৬.০৮ |  |  |  | ৮৪.৮১ | ১৫.১৯ |  |
| কারিগরি স্কুল ও কলেজ | ৭৩.৩৫ | ২৬.৬৫ |  |  |  | ৮১.৮৭ | ১৮.১৩ |  |
| অন্যান্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৮৩.১২ | ১৬.৮৮ |  |  |  | ৮১.২৫ | ১৮.৭৫ |  |
| মাদ্রাসা শিক্ষা |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর | ৭৫.০০ | ২৫.০০ |  |  |  | ৯৪.১২ | ৫.৮৮ |  |
| সরকারি মাদ্রাসাসমূহ | ৮৯.৩৩ | ১০.৬৭ |  |  |  | ৯৪.৪৪ | ৫.৫৬ |  |
| বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট | ৮৩.৩৩ | ১৬.৬৭ |  |  |  | ৯১.৬৭ | ৮.৩৩ |  |
| বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ | ৯০.১৪ | ৯.৮৬ |  |  |  | ৯০.৯২ | ৯.০৮ |  |
| অন্যান্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান |  |  |  |  |  |  |  |  |
| জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী(নেকটার) | ৮৫.৭১ | ১৪.২৯ |  |  |  | ৯৪.১২ | ৫.৮৮ |  |
| সর্বমোট: |  |  |  |  |  |  |  |  |

**সূত্রঃ** Bangladesh Education Statistics, 20২০ **ব্যানবেইস।**

৬.২ বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা **ও পুরুষের পরিসংখ্যান: নবসৃষ্ট কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত অর্থবছরে ৯.৫২% মহিলা কর্মকর্তা ও ১৭.৫৪% মহিলা কর্মচারী ছিলো। ২০২০-২১ অর্থবছরে মহিলা কর্তকর্তা ১৭.৮৬% এ উন্নীত হয়েছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মকর্তা ১৬%। কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৭%। এছাড়া এ বিভাগের আওতায় সকল দপ্তরসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা খুবই সামান্য।**

**৬.২.১ সেবা প্রদানে নারীর ভূমিকা (নারী ও পুরুষ শিক্ষকের অনুপাত):** মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ৯০ শতাংশের বেশী পুরুষ শিক্ষক রয়েছে অর্থাৎ সেবা প্রদানকারী হিসাবে সার্বিকভাবে পুরুষের আধিপত্য আজও বিদ্যমান। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তুলনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিকার হার বেশি, সেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নারী শিক্ষা পেশায় যুক্ত হয়ে নারী উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

**সারণি-২: শিক্ষার স্তর ও ধরণ অনুযায়ী পুরুষ ও নারী শিক্ষক**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **শিক্ষার বিভিন্ন স্তর** | **পুরুষ** | **মহিলা** | **মোট শিক্ষক সংখ্যা** |
| **শিক্ষক সংখ্যা** | **শতকরা হার** | **শিক্ষক সংখ্যা** | **শতকরা হার** |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (সরকারি) | ৮৯২০ | ৮৩.৬৪ | ১৭৪৫ | ১৬.৩৬ | ১০৬৬৫ |
| কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা (বেসরকারি) | ৩৪৭৫৩ | ৭৮.৪৯ | ৯৫২৪ | ২১.৫১ | ৪৪২৭৭ |
| মাদ্রাসা শিক্ষা (সরকারি) | ৭৩ | ৯০.১২ | ৮ | ৯.৮৮ | ৮১ |
| মাদ্রাসা শিক্ষা (বেসরকারি) | ৮৯৪৯৯ | ৮০.৭৬ | ২১৩২১ | ১৯.২৪ | ১১০৮২০ |

সূত্রঃ Bangladesh Education Statistics 2021. ব্যানবেইস

**৬.3 বিভাগের মোট বাজেটে নারী হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৭.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| নির্দেশক | সংশ্লিষ্টকৌশলগত উদ্দেশ্য | পরিমাপের একক | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | প্রকৃতঅর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা | মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ২০২1-২2 | ২০২2-23 | ২০২৩-২৪ | 202৪-2৫ | 2025-26 |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| **কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ****কারিগরি শিক্ষা** |
| 1. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (৯ম-১০ম)
 | ১, ২, ৩ | % | 4.55 |  | 4.৭১ |  | ৪.78 | 4.82 |  |
| 1. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (৯ম-১০ম)
 | ১, ২, ৩ | % | 30.15 |  | 28.76 |  | 26.12 | 25.00 |  |
| 1. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত (৯ম-১০ম)
 | ১, ২, ৩ | অনুপাত | 66:34 |  | ৬5.5:34.5 |  | ৬5:৩5 | 64:36 |  |
| 1. মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অনুপাত
 | ১, ২, ৩ | অনুপাত | ২০:১ |  | ২০:১ |  | ২০:১ | ২০:১ |  |
| 1. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (১১শ-১২শ)
 | ১, ২, ৩ | % | 7.12 |  | 7.15 |  | 7.22 | 7.26 |  |
| 1. উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (১১শ-১২শ)
 | ১, ২, ৩ | % | 43.42 |  | 42.৬৪ |  | 42.৫0 | 42.02 |  |
| 1. ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং (পলিটেকটিক ইনস্টিটিউট এ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার
 | ১, ৩, ৪ | % | 2.37 |  | ৩.১2 |  | ৩.৪৭ | 3.72 |  |
| 1. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার অনুপাতে কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রী ভর্তির হার
 | ১,২, ৩ | % | 4.24 |  | ৪.68 |  | ৫.০০ | 5.22 |  |
| 1. প্রতি বছর কারিগরি শিক্ষায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সমাপনকারী ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত
 | ১,২, ৩ | অনুপাত | 75:25 |  | ৭4.5:২5.5 |  | ৭4:26 | 73:27 |  |
| **মাদ্রাসা শিক্ষা** |
| 1. দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (৬ষ্ঠ-১০ম)
 | ১,২,৩ | % | 12.92 |  | ১২.95 |  | ১২.97 | 13.00 |  |
| 1. দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (৬ষ্ঠ-১০ম)
 | ১,২,৩ | % | 42.00 |  | ৪1.63 |  | ৪1.18 | 41.02 |  |
| 1. দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী অনুপাত (৬ষ্ঠ-১০ম)
 | ১,২,৩ | অনুপাত | 44.2:55.8 |  | ৪5:৫5 |  | ৪6:৫4 | 47.53 |  |
| 1. দাখিল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক অনুপাত
 | ১,২,৩ | অনুপাত | 22.1 |  | 21.1 |  | ২০:১ | 20.1 |  |
| 1. আলিম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (১১শ-১২শ)
 | ১,৩  | % | 4.03 |  | 4.22 |  | 4.34 | 4.50 |  |
| 1. আলিম পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ঝরে পড়ার হার (১১শ-১২শ)
 | ১,৩  | % | 24.73 |  | ২৪.66 |  | ২৪.54 | 24.47 |  |

**৮.0 বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

৮.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের জন্য সুপারিশকৃত কার্যাবলি নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলো:

| ক্রমিক নং | বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলী | অগ্রগতি |
| --- | --- | --- |
| ১ | বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন; | কার্যক্রম চলমান |
| ২ | নারী এনরোলমেন্টের কোটা ১০% হতে বৃদ্ধি করে ২০% করা হয়েছে; এবং | বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় নারী ভর্তির হার ২৬.৩৮% |
| ৩ | মাদ্রাসা শিক্ষার এবতেদায়ি, দাখিল ও আলিম পর্যায়ে এবং কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী বৃত্তি/উপবৃত্তি/আর্থিক সহায়তায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি। | ২০২১-২২ অর্থবছরে জি২পি পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা ধারার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহে মোট ১৫৬৫৯৫ জন ছাত্রীকে এবং দাখিল ও আলিম পর্যায়ে (৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ) ২ লক্ষ ৬ হাজার ছাত্রছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে |

**৮.২ বিভাগের কার্যক্রমে নারী উন্নয়নে বিগত তিন বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:**

* কারিগরি শিক্ষায় বর্তমানে ১০০ ভাগ ছাত্রীদে উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে, ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ হার বর্তমানে ৭০%।
* ডিপ্লোমা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেলে ভর্তির ক্ষেত্রে নারীদের ২০ শতাংশ কোটা দেয়া হয়েছে যা পূর্বে ছিল ১০%
* স্কিলস্ কম্পিটিশন বিগত ৩(তিন) বছরে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অভিনব আবিষ্কার প্রতিযোগীতায় নারী শিক্ষার্থীবৃন্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বিজয়ী হয়েছে। বিদ্যমান পলিটেকনিক/ টিএসসি সমূহে নারী শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষাসমূহে তাদের সাফল্য ঈর্ষণীয়।
* মানসম্মত ও আধুনিক প্রযুক্তি সহায়ক সমৃদ্ধ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন (ইতোমধ্যে দেশে প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন কার্যক্রম চলমান চলছে;
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষায় নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করা হচ্ছে।

**৮.৩** উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্প এর আওতায় সারাদেশে ১১শ-১২শ (বিএম) শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে ৪০% ছাত্রী ও ১০% ছাত্রকে উপবৃত্তি, বইক্রয়, ফরম পূরণ ও টিউশন ফি এর অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রকল্পের উপকারভোগী শিক্ষার্থীদের মধ্যে Electronic Funds Transfer (EFT) এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরাসরি শিক্ষার্থীর একাউন্টে উপবৃত্তি বিতরণের ফলে উপবৃত্তির অর্থ প্রাপ্তিতে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ থাকে না। ব্যাংক একাউন্টে টাকা গচ্ছিত রাখা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উত্তোলণ করা যায়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চয়ের মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং একজন নারি শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী গঠণমূলক কাজে এ অর্থ ব্যয় করতে পারছে।

উপবৃত্তি প্রদানের ফলে পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানমুখী হয়েছে; গরীব নারী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাগের আওতায় “Improving Access and Retention Through Harmonized Stipend Program” শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে বৃত্তি এবং মেধা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

**৮.৪** নারী উন্নয়নের জন্য সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্রীদের ব্যবহার উপযোগী ১২,৫৮৯টি টয়লেট এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য ২,৯৮৫টি র‍্যাম্প নির্মাণ করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবহার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং নারী শিক্ষার্থীদের সচেতন করার লক্ষ্যে সেকেন্ডারী এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)-এর আওতায় ‘Improving Quality and Relevance of Curriculum. Adolescent Students Program’ গ্রহণ করা হয়েছে।

**8.৫ সাফল্যগাঁথা**

|  |
| --- |
| কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অনন্য উদাহরণ হয়ে আছেন মোহাইমেনা বেগম। বর্তমানে বাংলাদেশ এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করলেও এস এস সি পাশের পর বাবার উৎসাহে মহিলা পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হন তিনি। মোহাইমেনা বেগমের বয়স যখন আট বছর তখন তার ছোট ভাইয়ের জন্মের সময় তার মা মারা গেলে পারিবারিক বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু থেমে যাননি মোহাইমেনা। তিন বোন এবং এক ভাইয়ের মধ্যে সবার বড় বলে ঐ অল্প বয়সেই বাবার সংসারের হাল ধরেন তিনি। দাদীমার সাহায্যে সব ভাই বোনকে পরম আদরে লালন পালনের পাশাপাশি চালাতে থাকেন নিজের পড়াশোনা। এভাবেই পার হয় তার শিক্ষা জীবনে মাধ্যমিক পর্যায়। এস এস সি পাসের পর বাবা তাকে মহিলা পলিটেকনিক কলেজে ইলেক্ট্রনিকস ট্রেডে ভর্তি করে দেন। ডিপ্লোমা পাসের পর তিনি প্রথমে একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি পান। নিজের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে একের পর এক ভাল চাকুরির চেষ্টা করতে থাকেন তিনি। এরপর ১৯৯২ সালে চাকুরি পান এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে। একই সময়ে তিনি জার্মান পলিটেকনিক স্কুলে শিক্ষতার চাকুরি পেলেও এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনকেই বেছে নেন। সেখানে থাকতে থাকতেই শেষ করেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাচেলর ডিগ্রী। ধীরে ধীরে ক্যারিয়ারের সকল পর্যায় অতিক্রম করে তিনি এখন এ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের প্রধান প্রকৌশলি হিসেবে চাকুরিরত। এর ফাকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপর মাষ্টার্স ডিগ্রীও অর্জন করেছেন তিনি। স্বামীও একই প্রতিষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত আছেন। জমজ দুই মেয়ের দুটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়ন করছে, আর একমাত্র ছেলে এস এস সি পরিক্ষার্থী। তারই লালন পালনে বড় হওয়া এক বোন এখন নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট ডক্টরাল ফেলশীপ করছে। একমাত্র ভাই হয়েছে ডাক্তার। এখন সে সরকারী হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ কর্মরত। আরেক বোন পদার্থবিদ্যায় সদ্য মাষ্টার্স শেষ করেছেন। জীবনের এই সাফল্য গাঁথার জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মহাইমেন বেগম। |

**৯.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* কারিগরি খাতে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল মেয়েদের কম অংশগ্রহণ। গত এক দশকে কারিগরি শিক্ষায় তালিকা ভুক্তি খুব দ্রুত বেড়েছে। বিষয়টি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য। তবে নারী শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্তির প্রবৃদ্ধির হার পুরুষ তালিকাভুক্তির হারের সঙ্গে সমানুপাতিক। ফলে লিংগ-মিশ্র অনুপাত গত দশ বছর ধরে প্রায় ২৫ শতাংশে স্থির হয়ে আছে, যা একটি লিংগ ভারসাম্যহীনতার আভাস দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।
* এসডিজির অভীষ্ট ৪.৩ লিংগ সমতা অর্জনের লক্ষ্যে সব নারী পুরুষের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ টিভেট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন হবে।
* প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ এবং মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হলেও কারিগরি প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসাসমূহে এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট কোটা না রাখা;
* দেশে এবং বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাবে পুরুষের তুলনায় সংখ্যা ও গুণগত দিক থেকে নারীরা অনেক পিছিয়ে আছে;
* কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষত: সহশিক্ষার (Co-education) উপযোগী পরিবেশ উন্নয়নে আরো মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্যানিটেশন ও পানীয় জল, কমনরুম, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি না থাকায় মেয়েরা পড়ালেখা চালিয়ে যেতে আগ্রহী হয় না।
* কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে মহিলাদের প্রথাগত জড়তা এবং অনীহা; এবং
* দেশে ও বিদেশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও পেশাগত শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীরা সমান সুযোগের অভাবে সংখ্যা ও গুণগত উভয় দিক থেকেই পিছিয়ে আছে।

**১০.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* দেশে-বিদেশে চাহিদাভিত্তিক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও উন্নয়ন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিবন্ধন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।
* কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং এ ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া।
* নারীবান্ধব ট্রেড এবং টেকনোলজী প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী। প্রচলিত কারিগরি ট্রেডসমূহে মেয়ে শীক্ষার্থীরা তততা আগ্রহী হয় না বিধায় ফুড প্রসেসিং, টেইলরিং, বিউটি টেকনিশিয়ান এবং ক্ষেত্রবিশেষে এ্যাগ্রো ফার্মিং ইত্যাদিন বিষয়ে নতুন নতুন মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স চালু করা দরকার।
* জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি-২০১১) এর আলোকে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও নারীর সার্বিকায়ন নিশ্চিত করে শ্রম বাজারের চাহিদা উপযোগী টিভিইটি ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা বাসবায়নে আরো কার্যকর ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ।
* শিক্ষানীতির সুপারিশ বাস্তবায়ন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নির্ধারণ যা নারীর কর্মমুখী শিক্ষাকে বেগবান করবে
* মানসম্মত ও আধুনিক প্রযুক্তি সহায়ক কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৫০% এ উন্নীত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা,
* সর্বোপরি মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রযুক্তি নির্ভর মান সম্পন্ন অংশগ্রহণমূলক মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রর্বতনে এবং জাতীয় দক্ষতা নীতি-২০১১ বাস্তবায়নের উদ্দ্যশ্যে একটি স্বয়ংসর্ম্পূণ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নারী উন্নয়নে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ উপযুক্ত ভূমিকা পালান করতে পারে।